শাক দিয়ে মাছ ঢাকা

দেরীতে হলেও বিপ্লব লিখলেন যে তিনি একটা বিষয় অন্তত একটু কম জানেন এবং বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তার এই কম জ্ঞানের জন্য। ক্ষমা প্রার্থনার সৌজন্যতা নিঃসন্দেহে প্রশংসাজনক। কিন্তু তার বানান ভুলের জন্য তিনি যে ব্যাখা দিলেন সেটা মানা খুবই কষ্টকর। এক নম্বর প্রত্যেকেই নিজের নাম নিজের লেখার সাথে লিখে পাঠান সুতরাং এখানে স্কুল কলেজের পুরনো শিক্ষা ভুলে গেলেও কোন সমস্যা নাই, টুকলিফাইংতো নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। ব্যাপারটা হলো আন্তরিকতার। দেখে দেখে ভুল লিখা তাও, একবার নয় প্রত্যেক প্রত্যেক বার একই ভুল!!! দ্বিতীয়ত বাংলাদেশে আমাদের স্কুলও রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মাইকেলেই সীমাবদ্ধ এমনকি যারা বাংলায় অনার্স পড়ে তারাও এ সমস্ত লেখকদের মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকেন যদিও তাদের কোর্স মেটেরিয়াল ভিন্ন থাকে। সুনীল, শংকর, সমরেশ, মহাশ্বেতা সব আমরা আমাদের কোর্স মেটেরিয়ালের বাইরে পড়ি, নিজেদের আগ্রহ থেকে। আমাদের উপমহাদেশের কোন স্কুলে বুদ্ধদেব গুহের "একটু উষ-তার জন্য" বা "কোয়েলের কাছে" পড়ানো হবে ভাবাও বোধহয় হাস্যকর। কিন্তু তাই বলে জয় গোস্বামীর কবিতা কিংবা বানী বসুর উপন্যাস আটকে থাকেনি পশ্চিমবঙ্গে। আপনি নিশ্চয় বলতে চাইছেন না যে স্কুলের পর আপনি আর বাংলা পড়েন নি কিংবা আপনি একাডেমিক কোর্স মেটেরিয়ালের বাইরে আর পড়াশোনা করেন না। তৃতীয়তঃ পশ্চিমবাংলার বাঙ্গালীরা হাল আমলে একটা ফ্যাশন পেয়েছেন আরবী সমর্থিত বাংলা সঠিকভাবে উচ্চারন করতে পারেন না বা বুঝতে পারেন না বলতে, তারা শুধু খাটি সংস্কৃত বেইজড বাংলা সঠিকভাবে জানেন। বিল্পব আমি জানি না আপনাদের স্কুলে বাংলা সাহিত্য পড়ানোর সময় সাহিত্য রীতি বা সাহিত্যের আধার যে ব্যাকরণ বা সাহিত্যে রচনা রীতি পড়ানো হয় কিনা। হলে নিশ্চয়ই জানতেন যে বাংলা শব্দের সম্ভারকে উৎপত্তি অনুসারে পাচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তৎভব, দেশী এবং বিদেশী। তাহলে জানতেন কিছু কিছু বিদেশী শব্দ যা আমাদের জীবনরীতির সাথে মিশে আছে যেমন টেবিল, চেয়ার, পানি, গোশত, দাওয়াত ইত্যাদি পন্ডিতজন দ্বারা, ভাষাবিদদের দ্বারা স্বীকৃত বাংলা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। টেবিলের বদলে মেজ বা চেয়ারের বদলে কেদারা ব্যবহার হচ্ছে না, এমন না যে এগুলোর বাংলা নেই, কিন্তু প্রচলিত শব্দকেই সাহিত্যে এবং ভাষারীতিতে স্বীকৃতি দেয়ার এই সিদ্ধান্ত পন্ডিতদের এবং যা বহু বহু বছর আগে থেকেই স্বীকৃত। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি শুদ্ধ বাংলা লিখার নিয়ম দুই বাংলার পন্ডিতজন দ্বারাই স্বীকৃত। নতুনভাবে বাংলাদেশীরা এটাকে আইনসম্মত করেননি। আরবী উচ্চারনের বাংলা লিখতে বাংলাদেশীদের নামের বেলায় সমস্যা হয়, বাংলাদেশীদের বাংলা বুঝতে সমস্যা হয় কিন্তু বোম্বে ফ্লিমের আপ্পন তুপ্পন মার্কা টাপুরী হিন্দী বুঝতে এবং তা কপি করতে আপনাদের কোন সমস্যা হয় না, এ ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক। হরদম জি টিভি, সনি টিভি দেখতে এবং বুঝতে বিলকুল কোন ভাষা সমস্যা হয় না, দালির মেহেন্দীরের ভাংরা, এ আর রেহমানের তামিল শুনলেও ঠিক বুঝতে পারেন, পারেন না শুধু বাংলাদেশীদের বাংলা বুঝতে। রহস্যজনক - খুবই রহস্যজনক।

আরো রহস্যজনক হলো জায়ান্টিক ইন্ডিয়ার তুলনায় সর্বদিকে লিটল বাংলাদেশের প্রতি আজকে হাল আমলের ওয়ান ওফ দি মোষ্ট সুপার পাওয়ার ইন্ডিয়ানদের আঙ্গুল উচানো যে তাদের দেশের বোমাবাজীর জন্য বাংলাদেশীরাই দায়ী। ঠিক আছে মেনে নিলাম গালিভারের এই নাশকতার জন্য লিলিপুটেরাই দায়ী তাহলেও এখন একটু ভেতরের দিকে ভাবতে হয়। সন্ত্রাসীরা আর সন্ত্রাস হামলা আজ বোধহয় মানব সভ্যতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। আমিও বিপ্লব আপনার সাথে সর্ম্পূন একমত এদের সমস্ত জায়গায় ঢুকে ঢুকে সমূলে বিনাশ করতে হবে, যে যত কথাই বলুক এটাই এখন সভ্য লোকদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। কিন্তু সন্ত্রাসীদের মেরে কি হবে? এরা আবার গজাবে। মারতে হবে তাদের যারা এদের পৃষ্ঠপোষক ও জন্মদাতা। রোগকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে, ওষুধের ব্যবস্থা না করে, রোগী মেরে কি হবে? বোমাবাজদের কারা ট্রেইন করে, কোথায় ট্রেইন করেন, কারা এদের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা এবং টাকা পয়সা দেন, এরা কারা, এদের কি স্বার্থ, উদ্দেশ্য সেটা বুঝতে এবং খুজতে হবে। বোমাবাজী বাংলাদেশেও হয়, বার্মার সাথে ছোট একটু বর্ডার ছাড়া যে পুরো বাংলাদেশের ম্যাপ ইন্ডিয়ার ভেতর ঢুকে আছে সেই বাংলাদেশের ভিতরে এতো অস্ত্র কোথা থেকে আসে? বাংলাদেশের সন্ত্রাসীরা কোথায় আশ্রয় পায় আপনি জানেন? কারা এদের সাহায্য সহযোগিতা দেয়? নিন্দুকেরা বলে নেপালের রাজ পরিবারের হত্যা ইন্ডিয়ার যোগসাজেশ কারণ রাজা বীরেন্দ্র ইন্ডিয়ার হাতের

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

তোলা হয়ে থাকতে চান নি। নেপালের মাওবাদীদের সর্ম্পুন অস্ত্রসহ ট্রেনিং ইন্ডিয়া দিয়ে যাচ্ছে। শ্রীলংকার তামিল সৈন্যতো রাইফেলের বাট দিয়ে রাজীব গান্ধীকে মেরে তাদের বিতৃষ-া ইন্ডিয়ার দাদাগিরির প্রতি বুঝিয়ে দিলেন তাও সে আরো পনর বছর আগে। বার্মার সামরিক সরকারও কিন্তু কম সহযোগিতা পান না ভারত থেকে। পাকিস্তান আর ইন্ডিয়াতো একে ওপরের দিকে হাত উচিয়েই আছেন। কথায় বলে যাহা রটে তাহা'র কিছুটাতো বটেও। এর কিছুও যদি সত্য হয় তাহলে মূল খুজতে বেশী দূর যেতে হবে না বিপ্লব আপনাকে। দেখবেন ঘরের ভিতরই কেচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে। তারচেয়ে চলুন কারা এদের লালন করেন সেখানে যেয়ে আঘাত হানি আর সবাই একসাথেই হানি। এশিয়া তথা পুরো পৃথিবীতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে ইন্ডিয়া যা করছে বা সোজা কথায় দাদাগিরির নেশায় ইন্ডিয়া যা করছে, এই সমস্ত বোমা হামলা তারই বুমেরাং প্রতিফলন নয়তো? বাংলাদেশ সরকার সন্ত্রাসীদের শাস্তি দিচ্ছেন না আর ভারত সরকার বড্ড দিয়ে যাচ্ছেন? বাংলাদেশতো তাও শায়খ আর বাংলা ভাইকে তাদের সাঙ্গোপাঙ্গো সহ ধরে সাবজেলে ভরে রেখেছে বিপলব দেখানতো আপনাদের দেশে মোষ্ট ওয়ান্টেড এমন কোন সন্ত্রাসীকে সরকার জেলে ভরতে পেরেছে কিনা? ৯৪ এর বোম্বের রায়টের নায়ক দাউদতো বহাল তবিয়তেই আছেন উলটো দাউদ ইব্রাহিমের সাথে বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির মেলামেশা আছে বলে পেপারে পড়তে পাই। আসলে কি জানেন দুর্বলদের প্রতি এধরনের দম্ভোক্তি করা খুবই সোজা, আজকে যদি বাংলাদেশের অবস্থা জাপান কিংবা সিঙ্গাপুরের মতো হতো তাহলে যদি প্লেনে করে বোমা নিয়ে ফেলেও দিয়ে আসতো কেউ টু শব্দও করতো না, বলত দুটো কম হয়েছে আরো চারটা দিয়ে যান। ইস্রায়েলের
বিরুদ্ধে খোদ আরব সমাজ থেকেই কোন প্রতিবাদ আসেনি, দেখছেনতো? আসলেই এই গানটাই সত্যি "ইয়ে প্যায়সা বোলতা হ্যায়, ইয়ে প্যায়সা বোলতা হ্যায়"।

আপনার হয়তো বিপদে মাথা নষ্ট হয়ে গেছে তাই এরকম একটা বেফাস মন্তব্য করে ফেলেছেন কিন্তু ভাই বিপদে মাথা গরম হলে তাতে হিতে আরো বিপরীত হয়। এই আমাদের দেখেন, বিপদের মধ্যে রোজদিনের বসবাস বলে আচমকা বিপদে আর অস্থির হইনা। রোজ বর্ডারের গোলাগুলীতে বি-এস-এফের হাতে কতো বাংলাদেশী মারা যায় আপনি সেটা জানেন? তারাও মানুষ, তাদেরও পরিবার আছে। পানির ভাগ থেকে আরম্ভ করে ছিটমহলের টালবাহানা সবদিকে শতো অন্যায্য অত্যাচার সহ্য করেও কিন্তু আমরা তারপরও হাসিমুখে আপনাদের দাদা দাদা করেই যাই, নয় কি? তা বলে ভাববেন না মৃত্যুর বদলে মৃত্যু বলে আমি কোন কিছু জাস্টিফায়েড করতে চাচ্ছি। নোংরা রাজনীতি ও স্বার্থপরতার সাথে সাধারণ লোকজন যারা এইসব দুর্ঘটনার শিকার ও ভুক্তভোগী থাকেন তাদের কোন যোগাযোগ থাকে না। মুম্বাইয়ের হতাহতদের সবার পুরো পরিবারের প্রতি আমার তথা আমাদের সবার পূর্ণ সমবেদনা আছে। আমাদের জন্য এটা শুধু একটা দুর্ঘটনা বা খবর কিন্তু যাদের গেছে তাদের পুরো জীবনটাই গেছে। সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসী তারা যে জাতীয়তার ছাপই বহন করুক তাদের প্রতি আমাদের কারো কোন সমবেদনাই থাকতে পারে না। কিন্তু তাদের উৎসের সন্ধান করতে হবে, গডফাদারদের চিহ্নিত করতে হবে, তারা সে যে দেশেরই হোক না কেন। একটা ভিন্ন স্বাধীন দেশের উপর দ্রুত আঙ্গুল তোলার আগে নিজের "দামান"ও দেখে নেয়া উচিৎ নয়কি বিল্পব? আপনাদের দেশের ল এন্ড অর্ডার নিয়ে গর্ব করার মতো কিন্তু কিছু নেই, কোন একটি বোমা হামলা ঠেকানোর মতো ইন্টিলিজেনসও কিন্তু ইন্ডিয়া আজ পর্যন্ত তৈরী করতে পারেনি, কোন একটা দাঙ্গা থামানোর মতো সামর্থ্যও নেই। বরং ইলেকশন জেতার জন্য যে দেশে রাজনীতিবিদরা আরো দাঙ্গা উস্কে দেন, সে দেশের জনগনের কিন্তু অন্য দেশ আক্রমন করার কথা বলার মতো আস্পর্দ্ধা সাজে না। আগে একবার বলেছিলাম অন্য এক লেখায় এখন আবারো বলছি আপনারা নিজেদের ঘর সামলান আমরা আমাদেরটা সামলাবো। আর যদি কখনও মনে হয় ইন্ডিয়ার ল এন্ড অর্ডার এই পজিশনে পৌছেছে যে আমাদের তাদের থেকে পরামর্শ নেয়া উচিত তাও নেবো, দ্বিধা করব না কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সেদিন আজো বহুদূর। বরং খুজে বের করুন প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ইচ্ছেকৃতভাবে তৈরী করে, অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল করে বানিজ্যিক ফায়দা লুটের তালে কারা থাকে? আজ থেকে পাক্কা দশ বছর আগে যখন নেপালে বেড়াতে গিয়েছিলাম নেপালের অর্থনৈতিক অবস্থা দেখে শিউড়ে উঠেছিলাম। হোটেল, রেস্টুরেন্ট মায় কনফেকশানারী দোকানে একটা কোকের ক্যান কিনতে গেলেও দেখতাম দুটো মুল্য তালিকা ঝুলছে আই-সি আর এন-সি। আই-সি ফর ইন্ডিয়ান কারেনসী আর এন-সি ফর নেপালী কারেনসী। আর সমস্ত দোকানে জিজ্ঞেসতো করতোই কোন দেশী টাকায় পে করব ইন্ডিয়ান রুপী নাকি নেপালী রুপী। রাজধানী কাঠমন্ডু থেকে চিতোর, পোখরা সব একই অবস্থা। কোন স্বাধীন দেশে অন্য কোন

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

দেশের মুদ্রার এমন ব্যাপক প্রভাব বোধ হয় বিশ্বে আর কোথাও নেই। তাই বোধ হয় মাধুরী দীক্ষিত নেপাল বেড়াতে যেয়ে ইন্ডিয়ায় আছেন ভ্রমে নেপালকে ইন্ডিয়ার একটি প্রদেশ বলে বসেছিলেন। বড় বড় কাজের পিছনে লোকের বড় বড় সাজানো পরিকল্পনা থাকে তা দিয়ে সাধারণত কাউকে বিচার করা যায় না বা পরিমাপ করা যায় না সঠিকভাবে, লোককে পরিমাপ করতে হয় ছোট ছোট ঘটনা থেকে। ইন্ডিয়ার জনগন নেপাল বা বাংলাদেশ সর্ম্পকে কিংবা প্রতিবেশীদের প্রতি কতুটুকু শ্রদ্ধাশীল তা বেড়িয়ে আসে এইসব দম্ভোক্তি থেকে। এটি মাত্র একটি উদাহরন। দ্বিপাক্ষীয় বানিজ্য ঘাটতি এবং সমতা নিয়ে বাংলাদেশের সাথে ইন্ডিয়ার তালবাহানা চলছে আজ বহু বছর ধরে। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানে রিলিফের একটি বিরাট অংশ ছিলো হিন্দী ফ্লিম। ভানুর কৌতুকের কথা মনে পড়ে হায় রাম, এখানেও ব্যবসা!!! এগুলো মাত্র সংক্ষিপ্ত উদাহরন।

একটা কথা জানবেন কোয়ান্টিটি নয় কোয়ালিটিই মুল্য রাখে। কল্পনা লাজমীর চিঙ্গারী, দীপা মেহতার ওয়াটার কখনও হিট ফ্লিমের তালিকায় আসবেনা, হিট ফ্লিমের তালিকায় থাকবে নো এন্ট্রি কিংবা গরম মাশালা। সত্যজিত রায়ের কিংবা মৃনাল সেনের কোন ফ্লিম কবে সুপার-ডুপার হিট হয়েছিল? পুরস্কার আর স্বীকৃতি কিন্তু তারাই নেন, সুপারহিট ফ্লিম মেকাররা নয়। সিনেমা জগতের মাইলস্টোন ও ইতিহাসে কিন্তু এই কম হিট ফ্লিমের নামই স্বনার্ক্ষরে লিখা হয়ে থাকে আর সুপারহিটরা যেমন সাময়িক ঝড় তুলেন তেমন আবার চিরতরে হারিয়েও যান। টেকনিক্যাল কারণে মুক্তমনা মেইনপেজ কিছুদিন আপডেট করা হচ্ছে না তাই হয়তো পাঠকরা সাময়িকভাবে ভিন্নমতে বেশী হিট দিচ্ছেন কিন্তু এটা খুবই একটা সাময়িক ব্যাপার বিপ্লব। টেকনিক্যাল সমস্যা মিটে গেলেই মুক্তমনা তার নিজের স্ট্যান্ডার্ডে আবার ফিরে আসবে সমহিমায় তখন বরাবরের মতোই আবার শীর্ষেও চলে আসবে। যদিও মুক্তমনা সবসময়ই বিশ্বাস করে "দুষ্ট গরুর চেয়ে শুন্য গোয়াল অনেক ভালো" তাই গোয়াল ভরে তোলার জন্য ভিন্নমত আজ যে পন্থা অবলম্বন করেছে মুক্তমনা তা কখনোই করবে না। সে পর্যন্ত আপনি বেষ্ট হিটের সাময়িক সুখ নিয়ে নেন।

আমি আমার এই প্রতিক্রিয়াতে বেশ কিছু হিন্দী শব্দ ব্যবহার করলাম, পশ্চিম বাংলার পাঠকদের সুবির্ধাথে, কারণ তারা বাংলাদেশের বাংলা বুঝতে না পারলেও হিন্দী ভালো বুঝতে পারেন কিংবা হিন্দী ভাষায় ব্যবহৃত আরবী/ফার্সী/উর্দু শব্দগুলো ভালো বুঝতে পারেন। সব সময়ইতো আমরা তাদের সুবিধা / অসুবিধা বড় করে দেখি নিজেরা দরিদ্র হওয়ার কারণে তাই এবারও তার ব্যতিক্রম করলাম না।

সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

তানবীরা তালুকদার
২৩।০৭।০৬

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com